তারিখ 29 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

আজকের কাগজ

38

পিরোজপুর সরকারি কলেজের ৮শ' এইচএসসি পরীক্ষার্থী এখনো প্রবেশ পত্র পায়নি

গোপাল মণ্ডল ঃ কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের কারণে পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ কেন্দ্রের ৮শ' এইচএসসি পরীক্ষার্থীর আসন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আগামী ১ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ কেন্দ্রের ৮শ' পরীক্ষার্থী যথারীতি ফি জমা দিলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ উক্ত ফি -এর অর্থ বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে না পাঠানোর কারণে বোর্ড এসব পরীক্ষার্থীর প্রবেশ পত্র ইস্যু করেনি। গত ১২ জুলাই বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিশেষ কাজে উক্ত কলেজে এলে তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন যে, বোর্ডের পাওনা সমুদয় টাকা পরিশোধ না করা হলে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ পত্র পাঠানো সম্ভব নয়। ৮শ' পরীক্ষার্থীর ফি বাবদ বোর্ডের পাওনা মোট ১ লাখ ৫৫ হাজার ৭শ' টাকার মধ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ মাত্র ৭৫ হাজার টাকা বোর্ডে পাঠিয়ে বাকি ৮০ হাজার ৭শ' টাকা আত্মসাৎ করেছে। এ ব্যাপারে কলেজ প্রধান করনিক ও সাবেক উপাধ্যক্ষ জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ পত্র কলেজে না আসার খবর ছড়িয়ে পড়লে পরীক্ষার্থী ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরীক্ষার্থী ছাত্ররা ১৪ জুলাই এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। উত্তেজিত ছাত্ররা এদিন অধ্যক্ষের কক্ষ ভাঙচুর করে। ১৬ জুলাই সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এর প্রতিকারের দাবিতে অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৮ জুলাই থেকে ছাত্ররা ক্লাস বর্জন শুরু করেছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে অনুরূপ এক ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৭ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলো। প্রধান করনিকের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ নীরব ভূমিকা পালন করছে।